সংবাদ

তারিখ 05 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে গতকাল ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচিতে শিক্ষক ড. আনোয়ার হোসেনকে ব্যাজ পরিয়ে দেয়া হয় –সংবাদ

ঢাবিতে ৪৪তম সমাবর্তন
রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে নীল দলের আপত্তি
ছাত্রলীগের কালোব্যাজ আজ

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম সমাবর্তন আগামী সোমবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের যোগদানকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন নীল দল বলেছে, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের মতো বিতর্কিত ব্যক্তির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে না যাওয়াই সঠিক। তবে দু'জন মহান ভাষাসৈনিক গাজীউল হক ও আবদুল মতিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তারা সমাবর্তনে যোগ দেবেন। এছাড়া আগামী ১০ এপ্রিল নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন উদ্বোধন করতে ক্যাম্পাসে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের আগমনের ব্যাপারে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে আপত্তি তুলেছেন। গতকাল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে নীল দলের শিক্ষকরা তাদের এ মনোভাবের কথা জানান।

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের সমাবর্তনে যোগদানের ব্যাপারে ছাত্রলীগও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। একইসঙ্গে ক্যাম্পাসে প্রধান উপদেষ্টার আগমনের

আপত্তি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

আপত্তি : নীল দলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবাদে আজ শনিবার ক্যাম্পাসে কালো পতাকা উত্তোলন ও কালোব্যাজ ধারণ করবে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গত বছর ৪৩তম সমাবর্তনেও রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের আগমনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ওই বছরও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ সমাবর্তন বর্জন করেছিল।

শিক্ষকদের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নীল দলের আহ্বায়ক সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর রশীদ। এতে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক অহিদুজ্জামান চান, অধ্যাপক রহমত উল্লাহ, অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ফরিদা বেগম, নীল দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন, বিসাত হুদা, গোলাম রব্বানীসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ তাদের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, যার সভাপতিত্বে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে ও দেশের সর্বমহলে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও আপত্তি রয়েছে। গত বছর শুরুর দিকে দেশের সঙ্কটকালে তার ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। গত আগস্টের ঘটনায় কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়ে রাষ্ট্রপতি অসহযোগিতামূলক আচরণ করেন। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তক্রমে লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে ভাষা শহীদদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন এবং ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করে সমাবর্তনে যোগ দেয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে ক্যাম্পাসে প্রধান উপদেষ্টার আগমন সম্পর্কে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এই ভবন উদ্বোধন করতে তার ক্যাম্পাসে আসা শিক্ষকদের কাছে বোধগম্য নয়। সিনেট ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে প্রায় ২ বছর আগে। তারপর থেকেই সেখানে সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিলসহ বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আর এই ভবন নির্মাণের সঙ্গে বর্তমান সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই উদ্যোগ সবাইকে বিস্মিত করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সিনেট ভবন দুই বছর আগে নির্মিত। আর এখন যদি এটার উদ্বোধন করা হয় তবে উদ্বোধন ফলকে ১০ এপ্রিল ২০০৮ লেখা থাকবে। এতে গত দুই বছর যত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার রেকর্ড ঘাটতে গিয়ে অনেকে হতবাক হয়ে পড়বেন। তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

অন্যরা বলেন, সরকারের উচিত দ্রুত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা। সরকারের অপ্রয়োজনীয় উদ্বোধন ও মোড়ক উন্মোচনের সময় ও অর্থের অপচয় করার কোন মানে হয় না। বরং এ অর্থ গরিব-দুঃখীদের খাদ্য জোগানে ব্যয় করার আহ্বান জানান তারা।

উল্লেখ্য, এ বছর সমাবর্তনে ৩ হাজার ৮৮৫ জন শিক্ষার্থী সনদ গ্রহণ করবেন। সমাবর্তন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে। সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ বছর সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখবেন ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন।

সমাবর্তন সম্পর্কে অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, ভাষা আন্দোলনে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের জন্য ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন ও গাজীউল হককে সমাবর্তনে সম্মানসূচক ড. অফ লজ ডিগ্রি প্রদান করা হবে। তিনি জানান, এবারের সমাবর্তনে ৫২ জন শিক্ষার্থীকে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ৬৭টি স্বর্ণ পদক প্রদান করা হবে। সমাবর্তনে মোট ব্যয় হচ্ছে ৬২ লাখ টাকা। সমাবর্তনের দিন সকালে কার্জন হল থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। এ উপলক্ষে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।